দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 AUG 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

নারায়ণগঞ্জ কলেজ ও তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

মেয়াদ উত্তীর্ণ সংসদ নেতারা জরুরী অবস্থায়ও বেপরোয়া চলছে ভর্তি বাণিজ্যের মহড়া

আবদুস সালাম, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঃ নারায়ণগঞ্জ তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং নারায়ণগঞ্জ কলেজে ভর্তি বাণিজ্যকে সামনে রেখে মেয়াদ উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংসদের নেতারা কলেজ ক্যাম্পাসে তৎপরতা শুরু করেছে। নিজেদের অবস্থান প্রচার করার জন্য হামলা, মারধর ও সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতন চালাচ্ছে। এদের অপতৎপরতার ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকা পালন করছে। সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে এরা চিহ্নিত হলেও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ সকল নেতা বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ১/১১ এর পর থেকে দেশে জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর থেকেই দু'টি কলেজেই ছাত্র সংসদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে প্রশাসন, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে গত ২/৩ মাস যাবত ছাত্র সংসদের নেতারা অপতৎপরতা শুরু করে। দু'টি কলেজেই এরা প্রভাব বিস্তার করে সংসদ কার্যালয় খুলে দিয়ে বহাল তবিয়তে বসে থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম দীর্ঘদিন কলেজ ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত থাকার পর এখন কলেজে এসে স্টাউট রুমটি দখল করে নিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সেখানে সাধারণ ছাত্রদের ডেকে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়। ছাত্রদলের নেতা হিসেবে পরিচিত এই নেতা দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত কলেজ ক্যাম্পাসে দলীয় কর্মসূচী পালনের নামে তার অবস্থান প্রচার করছে। বিএনপি নেত্রীর মুক্তির দাবীতে তারা কলেজে অনশন কর্মসূচী পালন করে। সম্প্রতি জি এস শাহ আলম তার ক্যাডার বাহিনী নিয়ে বাংলা বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মাসুমকে স্টাউট রুমে নিয়ে প্রহার করে। পরে মাসুমকে কলেজ থেকে তুলে নিয়ে শহরের মিশনপাড়ায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে আটক করে রাখে। পরে কলেজ শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করে। বিএসএস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রায়হানকে জিএস শাহ আলম বেধড়ক মারধর করেছে। পরে রায়হানের বন্ধুরা জি এস শাহ আলমকে পাল্টা গণপিটুনি দেয়। একই অবস্থা নারায়ণগঞ্জ কলেজেও। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ ছাত্র-সংসদের ভিপি আবুল কাওসার আশা এবং তার বন্ধুরা ছাত্র-সংসদের কক্ষ খুলে দেয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ করছে। সাবেক চার দলীয় জোটের সংসদ সদস্যের পুত্র হিসেবে বিগত ৫ বছর জোট সরকারের আমলে এই চক্রটি কলেজে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে অর্থ লোপাট করে। আশার এক বন্ধু জানি গত ২ সপ্তাহ যাবত কলেজে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে, বিনা অপরাধে ছাত্র-ছাত্রীদের সে মারপিট করে তার অবস্থান কলেজ কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভয়ে তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক জানান, অনার্স ভর্তিকে সামনে রেখে এরা নতুন করে জরুরী আইনের মধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে ছাত্র-সংসদের নেতারা লাখ লাখ টাকা আদায় করে নেয়।

জরুরী অবস্থার মধ্যে তাদের অপতৎপরতা সম্পর্কে প্রশাসন নিশ্চুপ ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে পুলিশ সুপার সর্দার নুরুল আমিনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কলেজ ক্যাম্পাসে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে কলেজের অধ্যক্ষের উচিত পুলিশ প্রশাসনকে জানানো। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

এদিকে, তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ ড. এম এ মান্নান জানান, ছাত্র-সংসদ নেতারা তার অনুমতি নিয়েই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। মারপিটের ঘটনাকে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরের ঘটনা বলে জানান। নারায়ণগঞ্জ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিরাজ কুমার সাহা বলেন, কলেজে রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে বহিরাগত কেউ কলেজে আসে না বললেও তিনি জানান, ছাত্র সংসদের জি এস পরিচয়দানকারী জানি তার কলেজের ছাত্র নয়।